দৈনিক ইত্তেফাক

142

তারিখ 10 JUN 1994
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৫

সাড়ে ৫ হাজার শিক্ষক পদ শূন্য ॥ প্রাথমিক শিক্ষা ব্যাহত

রংপুর সংবাদদাতা ॥ রাজশাহী বিভাগের ১৬টি জেলায় পাচ হাজার ৪ শত ৪৪টি শিক্ষক-শিক্ষিকার পদ শূন্য থাকায় প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। রাজশাহী বিভাগের রংপুর, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, বগুড়া, জয়পুরহাট, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, রাজশাহী, নওগাঁ, নাটোর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ এই ১৬টি জেলার ১ শত ২৩টি থানার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে ৮ হাজার ৯'শত ৮০টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে গড়ে ৫ জন করিয়া শিক্ষকের প্রয়োজন।

(৫ম পৃঃ দ্রঃ)

সাড়ে পাঁচ হাজার

(৩য় পৃঃ পর)

মোট শিক্ষক প্রয়োজন ৪৪ হাজার ৯ জন। অথচ বর্তমানে কর্মরত রহিয়াছেন ৩৮ হাজার ৪ শত ৬৫ জন। এই হিসাবে ৫ হাজার ৪ শত ৪৪ জন শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। রাজশাহী বিভাগের রংপুর জেলার ৮টি থানায় ৬ শত ১৬টি লালমনিরহাট জেলার ৫টি থানায় ২ শত ৯১টি, নীলফামারী জেলার ৬টি থানায় ৪ শত ৫৮টি, কুড়িগ্রাম জেলার ৯টি থানায় ৫৪১টি, গাইবান্ধা জেলার ৭টি থানায় ৭২৬টি, পাবনা জেলায় ৯টি থানায় ৬৪৪টি, সিরাজগঞ্জ জেলার ৯টি থানায় ৮৬০টি, বগুড়া জেলার ১১টি থানায় ৯৩৭টি, জয়পুরহাট জেলার ৫টি থানায় ২৫৪টি, রাজশাহী জেলার ৯টি থানায় চাঁপাইনবাবগঞ্জ ৫৩৬টি, জেলার ৫টি থানায় ৩৫৯টি, নওগাঁ জেলার ১১টি থানায় ৭৭২টি, নাটোর জেলায় ৬টি থানায় ৩৯৪টি প্রাথমিক বিদ্যালয় রহিয়াছে। এই সমস্ত জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে শিক্ষক-সংকট ছাড়াও নানাবিধ সমস্যার কারণে শিক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হইতেছে।

দিনাজপুর জেলায় শিক্ষকের ১৩৭টি পদ শূন্য

দিনাজপুর সংবাদদাতা জানান, দিনাজপুর জেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের ১ শত ৩৭টি পদ দীর্ঘদিন শূন্য রহিয়াছে। ইহার মধ্যে ৩৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ আজও সৃষ্টি করা হয় নাই। জেলা প্রাথমিক শিক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা গিয়াছে দিনাজপুর জেলার ১০২টি ইউনিয়নে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৮ শত ৬০টি। প্রতিটি বিদ্যালয়ে একজন প্রধান শিক্ষকের পদ থাকার নিয়ম থাকিলেও ৩৫টি প্রধান শিক্ষকের পদ আজও সৃষ্টি করা হয় নাই। অন্যদিকে অবশিষ্ট ৮ শত ২৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১ শত ২টি শিক্ষকের পদ শূন্য রহিয়াছে। দীর্ঘদিন ধরিয়া শূন্য পদগুলির মধ্যে ৪৯টি প্রধান শিক্ষকের পদ এবং ৫৩টি সহকারী শিক্ষকের পদ রহিয়াছে।